بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৬ এপ্রিল ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইন্দোনেশিয়া

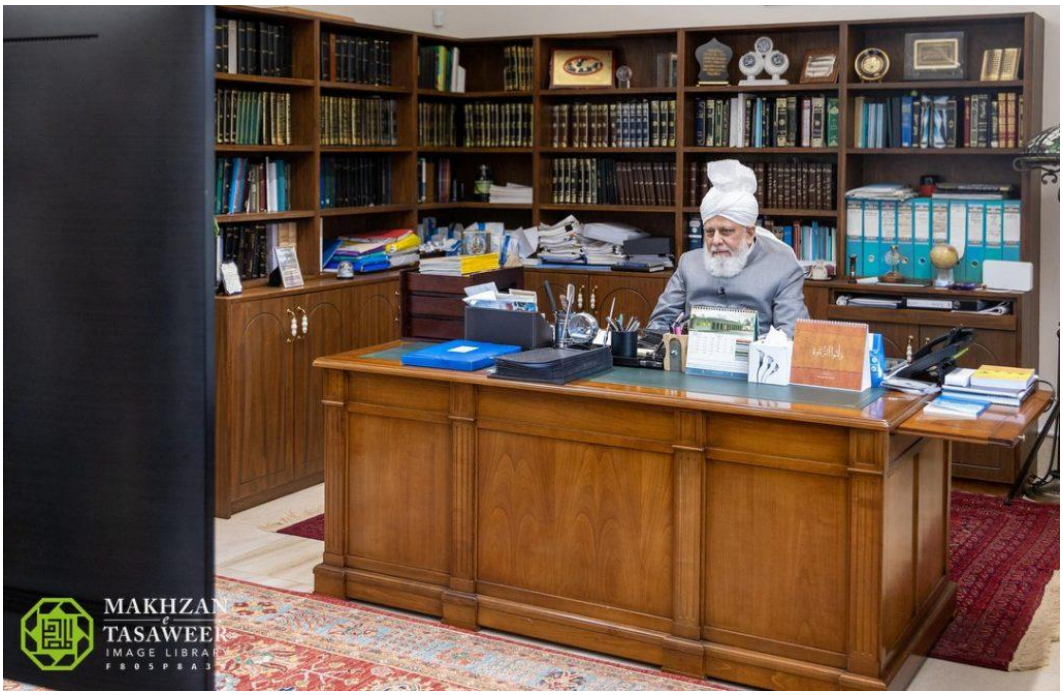

হুযূর আকদাসের সাথে আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল আমেলা

৩ এপ্রিল ২০২১ লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসলিম নারী অঙ্গ-সংগঠন) ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ন্যাশনাল আমেলা সদস্যাগণ জাকার্তার আল-হিদায়া মসজিদ কম্প্লেক্সের আর-রহমত হল থেকে যোগদান করেন।

সভায় হুযূর আকদাস লাজনা আমেলা সদস্যাদেরকে তাদের নিজ নিজ বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্বের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের বিভাগীয় কার্যক্রমের উন্নয়নে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

ওয়াকফে নও স্কিমের সদস্যাদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারির সাথে কথোপকথনকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ওয়াকেফাতে নওদের সঠিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করুন। ওয়াকফে নও এর প্রত্যেক সদস্যাকে তাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে নিয়মিত হওয়া উচিত। তাদের প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত। ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় অনুবাদকৃত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তকাদি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাহিত্য তাদের পাঠ করা উচিত। তাদের প্রতি সপ্তাহে আমার প্রদত্ত জুমুআর খুতবা শোনার চেষ্টা করা উচিত এবং আপনার এটি নিশ্চিত করা উচিত যে, ওয়াকফে নও-এর সমস্ত সদস্যা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং খেলাফতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং তারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য সময় ব্যয় করে থাকে।"

পরে, ন্যাশনাল সেক্রেটারি সানাত-ও-দাস্তকারি (হস্ত ও কারুশিল্প) সারাদেশ থেকে লাজনা সদস্যদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী, যেমন শাকসবজি, ফল, ব্যাগ, বালতি, ভেষজ প্রতিষেধক এবং জুস প্রভৃতি প্রদর্শন করেন। উক্ত বিভাগের সহায়তায়, কিছু মহিলা তাদের অর্জিত দক্ষতা ব্যবহার করে, তাদের নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। হুযূর আকদাস মহিলাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

সভার শেষের দিকে উপস্থিত কতিপয় সদস্যা হুযূর আকদাসের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনা চান।

আমেলার একজন সদস্যা জিজ্ঞাসা করেন যে, আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানিকারীর সংখ্যা কীভাবে বাড়ানো যায়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর উত্তর প্রদান করে বলেন:

“আপনাদের সদস্যাদের এটি উপলব্ধি করানো উচিত যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের আর্থিক কুরবানি কোন ট্যাক্স নয়। প্রত্যেক সত্যিকারের ঈমানদারের এটি কর্তব্য যে, তারা যেন কুরবানি করেন এবং প্রকৃতপক্ষে, ধর্মের খাতিরে আর্থিক কুরবানির বিষয়টি পবিত্র কুরআনেই লিপিবদ্ধ আছে। পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা আল-বাকারায় আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, একজন মুসলমানের গায়েবের (অদৃশ্যের) প্রতি ঈমান থাকা উচিত, নামায কায়েম করা উচিত এবং আল্লাহর পথে কুরবানি করা উচিত। আর তাই এটি আল্লাহ্‌রই আদেশ যে, জামা’তের দৈনন্দিন ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য এবং প্রাথমিকভাবে নিজ দেশে এবং বৃহত্তর পরিসরে সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা’লা বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের কিছু আর্থিক কোরবানি করা উচিত। তাই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে কুরবানি করছি।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত রয়েছে, যা আর্থিক কুরবানীর গুরুত্বকে নির্দেশ করে। এ বিষয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের পূর্ববর্তী খলীফাগণের বেশ কয়েকটি খুতবা রয়েছে এবং আমিও অনেক খুতবা প্রদান করেছি, যেখানে আমি বিস্তারিতভাবে কুরবানির গুরুত্ব বর্ণনা করেছি। সুতরাং, সদস্যাদের অনুধাবন করতে দিন যে, এটা কোন ট্যাক্স নয়। সুতরাং, তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তে এবং আন্তরিকতার সাথে কুরবানি করেন, তাহলে আল্লাহ্ তা’লা তাদের পুরস্কৃত করবেন।”

আরেকজন আমেলা সদস্যা হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহের বই পড়ার ক্ষেত্রে তারা কীভাবে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাদের প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তকাদি থেকে কিছু কিছু অংশ নির্বাচন করার চেষ্টা করা উচিত যা নারীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এই অংশগুলো ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করুন। এভাবে আপনারা মহিলা এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাসেরাতদের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারবেন ... একবার তাদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হলে, তারা অন্যান্য বইপত্রও পড়তে শুরু করবেন।"

তবলীগী কর্মকাণ্ডে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণকারী সদস্যাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সর্বোত্তম পন্থা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"লাজনা সদস্যাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলুন। একটি সিলেবাস, একটি তবলীগী কোর্স তৈরি করুন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করুন যাতে তারা তবলীগ করার সময় মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন। এছাড়াও কিছু তবলীগী সিডি বা ডিভিডিও তৈরি করুন, যা তাদেরকে প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে শিখাবে। অ-আহমদী মুসলমান এবং অমুসলিমদের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের উত্তরও এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করুন। এগুলো তাদের পরিচিতদের দেখানো বা শোনানোও যেতে পারে, যেন তারা তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর পেয়ে যান।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"সুতরাং, প্রথমে লাজনা সদস্যাদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্লাস শুরু করুন এবং নিশ্চিত করুন যে তারা নিজেরাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তথা সত্যিকারের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এরপর, যখন তারা এটি আত্মস্থ করে ফেলবেন, তখন তারা তবলীগ করতেও সমর্থ হবেন। কিন্তু এর জন্য প্রথমে তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে এবং এই আত্মবিশ্বাস কেবলমাত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তৈরি করা ও গড়ে তোলা যেতে পারে।"